শব্দার্থ ও টীকা

8

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.1 প্রস্তাবনা

বাল্যকালে আপনারা এমন অনেক গল্প পড়েছেন যেখানে জীবজন্তুদের কাণ্ডকারখানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার গল্প হিসেবেও এগুলি চমৎকার। সেখানে জন্তুরা যেমন নিজেদের মধ্যে তেমনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে। পঞ্চতন্ত্রে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক গল্প আছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের এই আদলটি গ্রহণ করেছেন তাঁর ''কমলাকান্তের দপ্তর''-এর ''বিড়াল'' গল্পটিতে। এখানে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথোপকথন চলেছে। বিড়াল বর্তমান সমাজ সম্পর্কে গুরুতর সব অভিযোগ তুলেছে।

আসলে বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কথাগুলিই বলেছে। বঙ্কিমের দুঃখ-যন্ত্রণা, সমালোচনা, অভিযোগ বিড়ালের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছদ্মবেশ। দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য বিড়াল যে উপদেশগুলি দিয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপদেশ।

গল্পে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথাবার্তা হচ্ছে। কমলাকান্ত যেন বিড়ালের প্রতিপক্ষ। সে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক লোক নয়। অল্প বিস্তর আফিম সে খায়। তার চালচুলো নেই, নসিবাবুর বৈঠকখানায় থাকে। লোকে তাকে পাগলা বলে। আফিমের নেশার ঝোঁকে সে আধা বাস্তব আধা স্বপ্নকল্পনায় বিচরণ করে। এমন একজন লোক ছাড়া বিড়ালের সঙ্গে কথাবার্তা কী করে সম্ভব হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। প্রচুর প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সেখানে তো যুক্তি তথ্য সাজিয়ে লেখা। আর কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের দরজা হাট করে খুলে ধরেছেন। হাস্য পরিহাস, ঠাট্টাতামাসার আবরণে সমাজের ক্ষতগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ।

কমলাকান্ত চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮৭৫ সালে কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তার কুড়ি বছর আগে ইংরেজি সাহিত্যে ডি. কুইনসি লেখেন 'The Confession of an English Opium Eater'। কিন্তু এক আফিম খাওয়া বাদে কমলাকান্তের সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই।

8.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা —

- বুঝতে পারবেন যে, আমাদের সমাজ দরিদ্র ও ধনীতে বিভক্ত। ধনীরা ক্রমাগত ধনসম্পদ বাড়িয়ে চলে আর গরিবেরা অনাহারে থাকে;
- দরিদ্রদের দুঃখ-দৈন্য উপলব্ধি করতে পারবেন;
- দরিদ্রদের শোষণ করেই যে ধনীরা বড়লোক হয় তা বুঝতে পারবেন;
- মানুষ যে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কারণ যে তাদের দারিদ্র্য তাও বুঝতে পারবেন;
- সমাজের উন্নতি হলেই যে দারিদ্র্য ঘুচে যায় না — সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- এই চমৎকার গল্পটি পাঠ করে আনন্দলাভ করতে পারবেন। একটি গুরুতর বিষয়কে হাসি তামাসার মধ্য দিয়ে কী করে মানুষের মনে এঁকে দিতে পারা যায় তাও উপলব্ধি করতে পারবেন।

8.3 মূল পাঠ

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.3.1

(1)

আমি শয়নগৃহে, চারপাই'র উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে — দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই — এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "ম্যাও!"

চাহিয়া দেখিলাম — হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, "ম্যাও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "ম্যাও!" বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতরে একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি, সে "ম্যাও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ তো খাইয়া বসিয়া আছি — এখন বল কী?"

শব্দার্থ ও টীকা

চারপাই = চারটি পায়াওয়ালা খাট, খাটিয়া।
প্রেতবৎ = প্রেতের মতো।
নিমীলিতলোচনে = চোখ বুঁজে।
নেপোলিয়ন = ফরাসি দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা।
ওয়াটার্লু = বেলজিয়ামের একটি স্থান।
ওয়েলিংটন = ডিউক অফ ওয়েলিংটন - ইংল্যান্ডের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ।
ডিউক = (পুর্বোক্ত)
অপরিমিত = খুব বেশি।
মার্জার = বিড়াল।
নির্জল দুগ্ধ = জল না মেশানো দুধ।

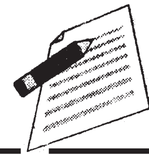

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। না জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, ''ম্যাও!'' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

8.3.2

(2)

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, ''মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখো দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ করো। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এতদিন এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

''দেখো, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল — অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী, — আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা করো। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

''দেখো আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখো, যাঁহারা বড়ো বড়ো সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে — চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

''দেখো, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে ম্যাও ম্যাও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের

শব্দার্থ ও টীকা

উদরসাৎ = পেটে পোরা।
ব্যূহ = সৈন্য সাজানো।
চিরাগত = বহুদিন ধরে চলে আসা।
অবমাননা = অপমান।
মনুষ্যকুল = মানুষজাতি।
কুলাঙ্গার = বংশের কলঙ্ক।
স্বজাতিমণ্ডলে = নিজের জাতের মধ্যে।
বিধেয় = উচিত।
সকাতর চিত্তে = দুঃখিত মনে।
যষ্ঠি = লাঠি।
ধাবমান = তাড়া (করা)।
দিব্যকর্ণ = ভগবানের দেওয়া শোনার ক্ষমতা।

ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধাতৃষ্ণা।
শাস্ত্রানুসারে = নীতি মেনে।
ঠেঙা = লাঠি।
আইস = এসো।
বিজ্ঞ = জ্ঞানী।
চতুষ্পদ = পশু
জ্ঞানোন্নতি = জ্ঞানের উন্নতি।
উপায়ান্তর = অন্য উপায়।
আহরিত = সংগৃহীত।
সিদ্ধ = পূরণ।
ধর্মসঞ্চয় = ধর্মলাভ।
মূলীভূত = আসল।
সাধ = ইচ্ছা।
প্রয়োজনাতীত = প্রয়োজনের অতিরিক্ত।
তদপেক্ষা = তার চেয়ে।
দণ্ড = শাস্তি।

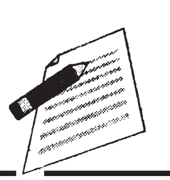

কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড়ো রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না — সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটোলোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?

"দেখো, যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালংকার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড়ো মান্য লোক; পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয় — তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের দুঃখ কেহ বোঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর — আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর — ছি! ছি!

"দেখো আমাদিগের দশা দেখো, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, ম্যাও ম্যাও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি— কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল — গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতি ভার্যার সহোদর বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল — তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

আর আমাদিগের দশা দেখো — আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে — জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে — অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "ম্যাও! ম্যাও! খাইতে পাই না —" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও — নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ ম্যাও ম্যাও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না আফিমখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

অগৌরব = নিন্দা।
মুষ্টিভিক্ষা = সামান্য দান।
ফাঁপরে = বিপদে।
শিরোমণি, ন্যায়ালঙ্কার = সংস্কৃতে ও শাস্ত্রে পণ্ডিত।
মান্য = শ্রদ্ধেয়, নামী।
সোহাগের = আদরের।
ভার্যা = বউ।
শতরঞ্চ = দাবাখেলা।
আহারাভাবে = না-খেয়ে।
কৃশ = রোগা।
অস্থি = হাড়।
পরিদৃশ্যমান = দেখা যাচ্ছে।
লাঙ্গুল = লেজ।
বিনত = ঝুলে পড়া।
কৃষ্ণ = কালো।
দূরদর্শী = যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান।

8.3.3

আমি আর সহ্য করিতে না পরিয়া বলিলাম, "থামো! থামো মার্জারপণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইল তো আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধন বৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে

মার্জারপণ্ডিত = হে বিড়ালপণ্ডিত।
সোশিয়ালিস্টিক = সমাজতন্ত্রবাদীর মতো। সমাজতন্ত্র এক ধরনের সমাজ দর্শন। ওই দর্শনের মতে সকলেই সামাজিক সম্পদের সমান অধিকারী।
নৈয়ায়িক = ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।
কস্মিনকালে = কোনও কালে।

না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, ‘‘সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।’’

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, ‘‘চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম করো। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁর চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখো। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠ্যাঙাইয়া মারিয়ো, আমি আপত্তি করিব না।’’

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, ‘‘এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে — আর কিছু হউক বা না হউক, আফিমের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন করো, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিয়ো, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইয়ো না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিয়ো, এক সরিসাভোর আফিম দিব।’’

মার্জার বলিল, ‘‘আফিমের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।’’

মার্জার বিদায় লইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড়ো আনন্দ হইল।

শব্দার্থ ও টীকা

নীতিবিরুদ্ধ = অনৈতিক।
হাঁড়ি খাওয়া = হাঁড়ি থেকে চুরি করে খাওয়া।
সরিষাভোর = সরষের পরিমাণ।
স্বচ্ছন্দে = অনায়াসে।
ভাণ্ডারঘর = ভাঁড়ার ঘর।

8.4 বিষয়ের রূপরেখা

একটি বিড়ালের দুধ চুরি করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনি। ক্ষুধার্ত বিড়ালের চুরি করে খাওয়া উচিত কী অনুচিত তাই নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। ক্রমে বিড়াল হয়ে উঠেছে দরিদ্র জনসাধারণের রূপক। এই তর্কে উঠে এসেছে আমাদের সমাজে ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রায় আসমান জমিন ফারাকের কথা। একদিকে ধনবানের ভোগসুখ, আরাম আয়েশ, ধন দৌলতের শেষ নেই; আর অন্যদিকে গরিবের দুমুঠো ভাতের জোগাড় নেই। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তারা যদি কোনো অনৈতিক কাজেও লিপ্ত হয় তার জন্য দায়ী ধনীরাই। কারণ পাঁচশ দরিদ্রকে শোষণ করে একজন বড়লোক হয়। এই বিতর্কে সমাজের প্রকৃত উন্নতি কাকে বলে সে প্রসঙ্গও এসেছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, ধনীর ধন বৃদ্ধির পথ করে দেওয়া এবং তার ধনকে নিরাপদ রাখাকে যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বলে তবে সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দরিদ্রের কোনো প্রয়োজন নেই। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে দরিদ্রের ক্ষোভকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা বলে থামিয়ে দেওয়া হয়, ধর্ম-কর্মে নেশাগ্রস্ত করে শান্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন লেখক।

শব্দার্থ ও টীকা

8.4.1

আমি শয়নগৃহে . . . . . বুঝিতে পারিলাম।।

বক্তব্যসার:

রাত্রিবেলা আলোআঁধারি পরিবেশে আফিম খেয়ে কমলাকান্ত নেশার ঝোঁকে কল্পনায় বুঁদ হয়েছিলেন। ভাবছিলেন - নেপোলিয়নের বদলে তিনি হলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করতে পারতেন কি না। একটা বিড়ালের ডাক শুনে তিনি ভাবলেন, ইংরেজ রাজপুরুষ ওয়াটার্লু জয়ের জন্য আরও কিছু পুরস্কার চান কি না। আবার বিড়ালের ডাক শুনে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখতে পেলেন, তাঁর খাওয়ার জন্য যে দুধ গোয়ালিনি রেখে গিয়েছিল তা পান করে একটি বিড়াল তৃপ্তির ডাক ডাকছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি চুরির জন্য বিড়ালকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না ভাবতে লাগলেন। প্রথমে মনে হল — এ দুধ তো গোরুর। সুতরাং এ দুধের মালিক তিনি হন কী করে? বিড়ালকেই বা চোর বলা যাবে কী করে। আর চোর বলে তাকে শাস্তি বা দেওয়া হবে কেন? কিন্তু সমাজে চিরকেলে প্রথা হচ্ছে চোরকে শাস্তি দেওয়া। চোর কেন চুরি করছে, তার পেছনে সত্যি কোনো কারণ আছে কি না কিংবা চুরির জন্য সমাজের ব্যবস্থা দায়ী কি না তা বিচারে বিবেচনা করা হয় না। কমলাকান্তের মন যেহেতু এই সব দ্বিধায় দুর্বল হল তাই মারা আর হয়ে উঠল না। এবার কমলাকান্ত অলৌকিকভাবে বিড়ালের বক্তব্য যেন শুনতে ও বুঝতে পারলেন।

বুঁদ = বিভোর।

মন্তব্য:

"আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম . . . . . ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা" — ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বহু যুদ্ধ জয় করেন। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তিনি দখল করেন। কিন্তু বেলজিয়ামের ওয়াটার্লু নামক স্থানে ১৮২৫ সালে তিনি পরাস্ত হন ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কাছে এবং রাজ্য হারান। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ভারতে ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে চাকরি করেও তিনি ইংরেজদের পরাজিত করার কৌশল চিন্তা করছেন। যদিও আধ-পাগলা আফিম নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছে তবু এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের মনোভাব বোঝা যায়। পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে তা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে।

"ওয়েলিংটন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আফিম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।" "ডিউক মহাশয়কে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে।" "অপরিমিত লোভ ভালো নহে।"

উপরের বাক্যগুলিতে ওয়াটার্লু জয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কথা বলা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন; পরে পার্লামেন্টের সভ্যও ছিলেন। এখানে তাঁকে বিড়াল এবং নেশাখোর ভিক্ষুক বানানো হয়েছে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অপরিমিত লোভী বলা হয়েছে। ইংরেজদের পররাজ্য অধিকারের লোভকে এখানে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করা হয়েছে।

পার্লামেন্ট (Parliament) = সংসদ

অপরিমিত = অঢেল

"কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই" — একটা প্রবাদ। অর্থ হচ্ছে — যারা কষ্ট করে কোনো একটা জিনিস তৈরি করে তারা তা ভোগ করার সুযোগ পায় না। লেখক অন্য জায়গায় বলেছেন — চাষি বহু কষ্ট করে ফসল ফলায়, কিন্তু সে অনাহারে দিন কাটায়। জমিদার মহাজন সব আত্মসাৎ করে।

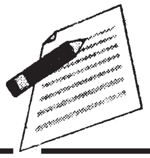

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 8.1

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

1. ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন ____________।

ক. আলেকজাণ্ডার
খ. নেপোলিয়ন
গ. ক্রমওয়েল

2. ডিউক অফ ____________কে কমলাকান্তের অপরিমিত লোভী মনে হয়েছিল।

ক. ওয়েলিংটন
খ. ক্যান্টারবেরি
গ. বার্মিংহাম

3. দুধ দিয়ে গিয়েছিল ____________ গোয়ালিনি।

ক. প্রজা
খ. দুখি
গ. প্রসন্ন

সঠিক কথাটি চিহ্নিত করুন —

4. কমলাকান্ত বিড়ালকে মারতে পারেননি, কারণ —

ক. লাঠিখানা ভাঙা ছিল
খ. তাঁর শরীর দুর্বল ছিল
গ. বিড়ালের কথা বুঝতে পারলেন।

5. যারা কষ্ট করে মাছ ধরে, তারা মাছ খেতে পায় না, কারণ —

ক. বিড়ালে মাছ খেয়ে যায়
খ. মালিক মহাজন মাছ নিয়ে যায়
গ. মাছ খেতে তারা ভালবাসে না।

অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

6. কমলাকান্ত নেশার মৌজে কী কী কল্পনা করেছিলেন?

7. কমলাকান্তের কল্পনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিচয় পান?

8. বিড়ালকে চোর বলতে কমলাকান্তের দ্বিধার কারণ কী?

8.4.2

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে . . . . . পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

বক্তব্যসার:

কমলাকান্ত এবং বিড়ালের কথোপকথন। বিড়াল তার দুধ চুরি যে অন্যায় নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে। বিড়াল এখানে দরিদ্র জনসাধারণ থেকে অভিন্ন। তার কথা সমাজের গরিব জনসাধারণের মনের কথা। বিড়াল

শব্দার্থ ও টীকা

সাধুপুরুষ = ধার্মিক ব্যক্তি।

মর্মন্তুদ = করুণ।

বলছে — গায়ের জোর না-দেখিয়ে যুক্তি বুদ্ধি নৈতিকতা দিয়ে সামাজিক অবস্থা বিচার করা উচিত। সমাজে যারা মান্যগণ্য ধনী, তারাই কেন সমস্ত ভোগবিলাস সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে আর গরিবেরা কেন না-খেয়ে শুকিয়ে মরবে। সবারই তো ক্ষুধা তৃষ্ণা সমান। ধনীরা বেশি বেশি ভোগ করুক, কিন্তু গরিবরা কেন খুদ-কুঁড়োও পাবে না। কেন তারা কেবল মার খেয়েই যাবে।

এরপর প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে বিড়াল তা ব্যাখ্যা করেছে। পরের উপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দুধ চুরি করে খেয়ে বিড়াল প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্তকে ধর্মকর্ম করায় সাহায্য করেছে। ধনীরা দরিদ্রকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না-করে নিজেদের সাধুপুরুষ বলেন। এঁরা সবচেয়ে বড়ো অধার্মিক। এঁরা দরিদ্রদের অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করেন। সমাজের অসামাজিক কাজের জন্য দায়ী এই অভিজাত ধনীরা। এরা রাজা মহারাজাদের তুষ্ট করতে ব্যগ্র। ধর্মব্যবসায়ীদের তোয়াজ করতে এক-পায়ে খাড়া। মোসাহেবদের পোষেন; পরগাছা শ্রেণির এই লোকদের পোষা-বিড়াল বলা হয়েছে।

বিড়াল এখানে দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণির লোকদের করুণ অবস্থার এক মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছে। খেতে না পেয়ে তাদের শরীর শুকিয়ে গেছে, পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তারা কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। ধনীর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টও তারা পায় না। বিড়াল বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে — যতদিন এই অবস্থা থাকবে ততদিন বাঁচার জন্য গরিবেরা যদি সমাজবিরোধী কাজ করে তবে তাতে কোনো অন্যায় নেই। দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করে সে বলেছে — বহু মানুষকে শোষণ করে এক-একজন ধনী হয়ে ওঠে।

মন্তব্য:

"তোমাদের বিদ্যালয় সকল . . . . . এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।" — বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থা ধনীর পক্ষপাতী, দুর্বলদের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তাও এই ব্যবস্থা শেখায় না।

শয্যাশায়ী মানুষ — কোনো কাজ না করে আরামে থাকে যে মানুষ; পরগাছা লোক।

ছোটোলোক — এখানে অর্থ - গরিব মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন — "মনুষ্যালয়ে বড় মানুষ বলিলে . . . আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।"

যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালঙ্কার — সংস্কৃত ধর্মব্যবসায়ী বা পন্ডিত, পুরোহিতদের প্রতি বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া — যাদের অনেক আছে তাদের আরও পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। একটি প্রবাদ।

আমাদের দশা — দরিদ্রের অবস্থা, দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। হাসিতামাসা ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে এখানে তিনি দুঃখ বেদনা যন্ত্রণায় ডুবে গেছেন। ক্ষুধার নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছেন।

আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না — এখানে কেবল দেশীয় ধনীদের প্রতি কটাক্ষ করেননি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ শাসকদের দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার উপেক্ষাকেও ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সোহাগের বিড়াল — আদরের পোষা বিড়াল।

একটি সমাজচিত্র — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা কমলাকান্তের দপ্তরের 'বিড়াল'। অধিকাংশ মানুষ তখন দরিদ্র, ক্ষুধায় জর্জরিত; অন্যদিকে কিছু ধনী, বড়লোক। দরিদ্রের প্রতি ছিটেফোঁটা সহানুভূতি নেই, সামান্য সাহায্যও করে না তাদের। ওদের আরাম, আয়েস, খানাপিনার শেষ নেই। অপচয় অপব্যয় করে, তবু দরিদ্রকে কানাকড়িও দেয় না। রাজামহারাজাদের তোষামোদ করে। ধর্মব্যবসায়ী সমাজপতিদের তোয়াজ করে। মোসাহেব পোষে। মূর্খ ধনীরা সভাকবি রাখে, তাদের গুণগান শোনার জন্য। একাধিক বিবাহ করে। বুড়ো বয়সে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে। তাসপাশা খেলে সময় কাটায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 8.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. শ্রেষ্ঠ ধর্মকর্ম হচ্ছে ____________।
- ক. তীর্থভ্রমণ করা
- খ. পূজাআর্চা করা
- গ. পরোপকার করা

2. চুরির মূলে আছে ____________।
- ক. ধনীর কার্পণ্য,
- খ. গৃহস্থের অসাবধানতা
- গ. অসামাজিক প্রবণতা

3. পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুতে অধিকার আছে কেবল ____________।
- ক. ধনীদের
- খ. দরিদ্রদের
- গ. ধনী দরিদ্র সবার

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

4. বিড়াল বলছে, মানুষের জ্ঞানোন্নতির জন্য বিজ্ঞ ____________ কাছে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

5. শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ____________।

6. ধনীর দোষেই ____________ চোর হয়।

উত্তর সংক্ষেপে লিখুন —

7. ''তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কী নাই'' — কে কাদের কেন এই প্রশ্ন করেছিল?

8. ''আমাকে প্রহার না করিয়া আমার প্রশংসা করো।'' — প্রহার না করে প্রশংসা করার পিছনে বিড়ালের যুক্তি কী?

9. ''ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়'' — বিড়াল এমন কথা বলছে কেন?

10. ''ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?'' — উক্তিটি কে কোন অর্থে বলেছে?

8.4.3

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া . . . . . বড়ো আনন্দ হইল।

শব্দার্থ ও টীকা
কদাচার = কুৎসিত আচরণ।

বক্তব্যসার:

এতক্ষণ বিড়াল ধনীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার-কদাচারের অভিযোগ সরাসরি ব্যক্ত করছিল। অত্যাচারিত দরিদ্রদের দুঃসহ দুরবস্থার ছবি তুলে ধরছিল। এবার শুরু হল কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের সওয়াল জবাব। কমলাকান্ত ধনীদের পক্ষের যুক্তিগুলি হাজির করছেন, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও শ্লেষের ছুরিতে তার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

কমলাকান্তের বক্তব্য — বিড়ালের কথাগুলি সমাজতন্ত্রীদের কথা। এই বক্তব্য সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা ধনসম্পদ বাড়িয়েই চলবে। তাতে বাধা দিলে সমাজের উন্নতি হবে না। সমাজের উন্নতি মানে ধনীর ধন বৃদ্ধি। বিড়ালের বক্তব্য — যে উন্নতিতে গরিব না-খেয়ে মরে সে উন্নতিতে গরিবের কী প্রয়োজন? কমলাকান্ত ধনীদের সমর্থন করতে গিয়ে আসল সত্যটা প্রকাশ করে দিলেন। তা হল — সমাজের উন্নতি অর্থাৎ ধনীদের উন্নতির পথে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, এখনকার বিচারে তাদের সাজা পেতে হবে।

বিড়াল এবার বিচারব্যবস্থার অসততাকে তুলে ধরল। সে বলল — ক্ষুধার্তের চুরি করার প্রকৃত বিচার করতে হলে বিচারককে অনাহারে থেকে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে হবে। তবেই হবে সত্য বিচার।

তর্কে না পেরে উঠে কমলাকান্ত বিড়ালকে উপদেশ দিলেন যে এই সব সমাজ-ভাঙার কথা বলা উচিত নয়। বরং ধর্মের আফিম খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা ভোলাই ভাল।

কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে বিড়ালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কমলাকান্ত এই কাহিনির শেষ বাক্যে এক কঠোর ব্যঙ্গে বর্তমান সমাজের ভণ্ডামিকে নগ্ন করে খুলে ধরলেন। এরা মনে করে — যারা নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করে তারা সমাজবিরোধী, আর যারা বাস্তবকে আড়াল করতে চায় তারাই মহাজ্ঞানী। কমলাকান্ত প্রশংসার ছলে তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দিলেন।

মন্তব্য:

তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল।

সোশিয়ালিস্টিক — সমাজতন্ত্রবাদী। তারা চায় ধনের সমান বন্টন। সমাজে যে যেমন শ্রম দেবে সে তেমনি তার পুরো দাম পাবে। জমিজমা কলকারখানার মালিক হবে রাষ্ট্র।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতন্ত্রীদের কথা ঠিক বলে মনে করতেন।

যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না — বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন হাকিম, দেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অনাস্থা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি।

ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা বন্ধ করার সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই ধর্মকর্মে মন দেওয়া।

জন হেনরি নিউম্যান (১৮০১-৯০) একজন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ও পাদ্রী। ধর্ম সাহিত্য রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত।

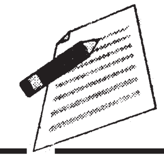

পাঠগত প্রশ্ন : 8.3

শূন্যস্থানে সঠিক কথা বসান —

1. কমলাকান্তের মতে সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ____________ ধনবৃদ্ধি।

ক. গরিবের

খ. ধনীর

গ. গরিব ও ধনীর

2. কমলাকান্ত মনে করে বিড়ালের না বোঝার অধিকার আছে; কারণ সে ____________।

ক. মূর্খ

খ. দরিদ্র

গ. সুবিচারক

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন —

3. সমাজের প্রয়োজনে চোরকে ____________ দেওয়া উচিত।

4. ক্ষুধার জ্বালা ভোলার জন্য ____________ পাঠ করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

5. কমলাকান্তের মতে সমাজের উন্নতির পন্থা কী?

6. সমাজের ধনবৃদ্ধির ব্যাপারে বিড়াল উদাসীন কেন?

7. সুষ্ঠু বিচারের জন্য সুবিচারকের কী করা কর্তব্য?

8. দুধ চুরির সমস্যার সমাধানের জন্য কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব দিয়েছিল?

8.5 আপনি যা শিখলেন

1. একটি হাস্য-পরিহাসের মজার গল্পের মধ্য দিয়ে কী করে সমাজের ভেতরের গুরুতর গলদকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝলেন।

2. দুটি রূপক চরিত্রের কথাবার্তা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার আকাশ-পাতাল ফারাকের কথা বুঝতে পারলেন।

3. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে ধনবানদের কদর্য জীবনযাত্রার ছবিটা দেখতে পেলেন।

4. সোজাসাপটা বলার থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে বললে সমালোচনা যে অনেক বেশি ধারালো হয় তা বুঝতে পারলেন।

5. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে পারলেন।

6. ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পারলেন।

7. অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার ত্রুটি কোথায় তা জানতে পারলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠার্থে = পড়ার জন্য।

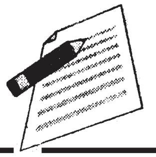

8.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. 'বিড়াল' গল্পে দরিদ্রদের যে মর্মন্তুদ অবস্থা ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।
2. 'বিড়াল' গল্পে ধনবানদের জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে লিখুন।
3. 'বিড়াল' গল্পে কাদের 'পতিত আত্মা' বলা হয়েছে? কোন অর্থে তা বলা হয়েছে? কাদের কাছে কেন তারা পণ্ডিত?
4. ''থামো! থামো . . . তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক'' — বিড়ালের কথাগুলিকে সোশিয়ালিস্টিক বলার কারণ কী? তাকে থামিয়ে দেওয়ারই বা কারণ কী?
5. 'বিড়াল' গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের কোন্ ধাঁচ গ্রহণ করেছেন? কেন করেছেন?
6. দরিদ্রদের সঙ্গে ধর্মাচরণের কেমন সম্পর্কের কথা 'বিড়াল' গল্পে বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
7. গল্পে ব্যবহার করা হয়েছে এমন দুটি প্রবাদ ও তার অর্থ লিখুন।

8.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

8.1

1. (খ)
2. (ক)
3. (গ)
4. (গ)
5. (খ)
6. কমলাকান্ত ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, নেপোলিয়ন, ডিউক অফ ওয়েলিংটন সম্পর্কে কল্পনা করছিলেন।
7. ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।
8. চুরি সম্পর্কে কমলাকান্তের প্রশংসা।

8.2

1. (গ)
2. (ক)
3. (গ)
4. চতুষ্পদের

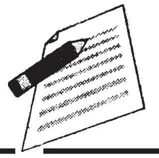

5. পরোপকার
6. গরিবেরা
7. ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণীমাত্রেরই থাকা সত্ত্বেও দরিদ্ররা খেতে পায় না।
8. বিড়াল চুরি করে কমলাকান্তের পরোপকারে সাহায্য করেছে।
9. ধনীরা দরিদ্রদের কিছু দেয় না বলেই তারা চুরি করতে বাধ্য হয়।
10. ধনীর বিবেকহীনতাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

8.3

1. (খ)
2. (গ)
3. শাস্তি
4. ধর্মগ্রন্থ
5. ধনীর ধনবৃদ্ধি ও ধনরক্ষাতেই সমাজের উন্নতি।
6. যে উন্নতিকে গরিবের কোনও সুরাহা হয় না, তাতে বিড়ালের কিছু এসে যায় না।
7. অপরাধীর অপরাধের কারণ উপলব্ধি করা।
8. ভাগ করে খাওয়ার প্রস্তাব।

8.7 লেখক পরিচিতি

বাংলা ভাষার প্রথম ও সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষাকে সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন তিনি। কেবল উপন্যাস নয়, নানা সমস্যা, চিন্তা ও ভাব নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর তার মধ্যেই রচনা করে গেছেন ১৪ খানি উপন্যাস ও বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক। নির্ভীক এই উচ্চ পদাধিকারী ও সাহিত্যিক নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের যেমন রক্ষা করেছেন তেমনি নানা বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করতেও পিছপা হননি।

তার জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। মায়ের নাম দুর্গাসুন্দরী। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল।

তাঁর রচিত কয়েকখানি উপন্যাস — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি তাঁরই রচনা।

8.8 সমধর্মী রচনা

‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

‘কমলাকান্তের পত্র’

‘কমলাকান্তের জোবানবন্দী’

‘মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত’

‘বঙ্গদেশের কৃষক’